শিশু সুরক্ষা নীতিমালা

Child Safeguard Policy

রেডি (একটি গবেষণা, মূল্যায়ন ও উনড়বয়ন উদ্যোগ)

পরিচ্ছেদ ১

১.১ বিবৃত নীতিমালা

রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ **(রেডি)** কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল শিশু এ সংস্থার সংস্পর্শে আসে তাদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোত্তম সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে যাতে করে তারা কোনো ইচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত সংঘটিত শিশু নির্যাতন, যৌন শোষণ, দৈহিক আঘাত বা অন্য কোনো ক্ষতির সম্মুখীন না হয়।

এই দায়িত্ব আমাদের সকল কর্মী ও প্রতিনিধির উপর বর্তাবে এবং এটি আমাদের অনেক নীতিমালায় প্রতিফলিত হয়েছে। শিশুর প্রতি যত্নবান হওয়ার এই কর্তব্য আমাদের শিশু সুরক্ষা নীতিমালাতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এই নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যাশিত যে:

- রিসার্চ ইভ্যালুয়েশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ **(রেডি)** শুধুমাত্র তাদেরকেই প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করবে যারা শিশুদের সাথে কাজ করার উপযুক্ত। এ সংস্থা এমন নিয়োগ প্রক্রিয়া কঠোরভাবে চর্চা করবে যাতে শিশুদের নিরপত্তা নিশ্চিত হয়।

- সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং শিশু নির্যাতন ও শিশুদের যৌন শোষণের যে কোনো ঘটনাতে সঠিকভাবে সাড়া দেবেন।

- সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি ব্যক্তি শিশুদের প্রতি ভালো আচরণ করবেন এবং রেডি পরিবারের সদস্য তিনি যে বিশ্বাস এবং পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন তার অপব্যবহার করে শিশুদের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজে লিপ্ত হবেন না।

- যে সব শিশু আমাদের সংস্পর্শে আসে তাদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরিতে সংস্থার প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেকে অবশ্যই সক্রিয় থাকবেন।

- জরুরি মানবিক সহায়তা কার্যক্রমসহ আমাদের যে কোনো কর্মসূচিতে অবশ্যই শিশুদের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে এবং এই ঝুঁকি হ্রাস অথবা দূর করতে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।

- রেডি অফিসগুলো শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তা বজায় রাখবে। যা শিশু সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াবে, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সক্ষম করে তুলবে এবং শিশু সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টিং এবং সাড়া দান ব্যবস্থাকে সহায়তা করবে।

এভাবেই আমরা রেডি কে শিশুদের জন্য নিরাপদ করতে চাই এবং শিশুদের জন্য নিরাপদ এক সংস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে আমরা তাদের অধিকার এবং আকাঙ্খাগুলোকে সম্মান করে থাকি।

পরিচ্ছেদ ২

২.১ মূলনীতি

শিশু সুরক্ষা নীতিমালা নিম্নলিখিত মূলনীতি বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তা দ্বারা পরিচালিত:

- **ব্যক্তিগত দায়িত্ব:** রেডি এর সকল প্রতিনিধি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে শিশুদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবেন। এই নীতিমালা যথাযথভাবে বোঝা এবং তা অনুসরণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব রয়েছে। শিশু নিরাপত্তা বিষয়ক যে কোনো উদ্বেগ অথবা এই নীতিমালার যে কোনো ব্যতিক্রম প্রতিহত করা, রিপোর্টিং করা এবং সাড়া দেবার জন্য সর্বোচ্চ সামর্থ্য প্রয়োগ করে তাদেরকে অবশ্যই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- **সর্বজনীনতা:** রেডি তে যে যেখানে যেভাবেই কাজ করুক না কেন, এমনকি জরুরি মানবিক সহায়তা কার্যক্রমেও এই নীতিমালা সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
- **মানদণ্ড ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ:** শিশু সুরক্ষা বিষয়ে রেডি একটি মানদণ্ডভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমাদের শিশু সুরক্ষা মানদণ্ড এবং কর্মীদের আচরণগত মানদণ্ড প্রায়শ জাতীয় আইন, কম্যুনিটির প্রথা ও ঐতিহ্যের তুলনায় অনেক উঁচু মানের হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও, আমাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখনি কেউ রেডি পরিবারের সাথে যুক্ত হবেন, তারা এই মানদণ্ডের সাথে একমত হবেন এবং এ মানদণ্ড সমুন্নত রাখতে দায়বদ্ধ থাকবেন।
- **মুক্ত পরিবেশ:** আমরা শিশু সুরক্ষা বিষয়ে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই যেখানে এই সম্পর্কিত যে কোনো ইস্যু বা উদ্বেগের বিষয় উত্থাপন ও আলোচনা করা যায়।
- **স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা:** অন্যায্য চর্চাকে মোকাবেলা করা, সম্ভাব্য নির্যাতনমূলক আচরণকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সর্বোত্তম ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা খুবই জরুরি।
- **শিশু এবং তার কম্যুনিটির প্রতি দায়বদ্ধতা:** আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা, মানদণ্ড এবং আচার আচরণের চর্চাসমূহকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে আমরা মানুষের প্রতি অধিকতর দায়বদ্ধ হব, যাদেরকে সেবা দানের জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- **শিশুদের অংশগ্রহণ ও বৈষম্যহীনতা:** শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা এক্ষেত্রে তাদের অধিকার সম্পর্কে বুঝতে পারে। তাদের সাথে বড়দের কোন আচরণটি গ্রহণযোগ্য, কোনটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং কোনো সমস্যায় পড়লে তারা কী করবে এ সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করতে হবে।
- **শিশুদের সর্বোত্তম মঙ্গল নিশ্চিত করা:** কোনো শিশুর সুরক্ষা সম্পর্কিত উদ্বিগ্নতার কোনো ঘটনা ঘটলে এ বিষয়ে কাজ করার সময় আমরা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেব এবং শিশুর আবেগগত, মানসিক এবং শারীরিক চাহিদাসহ তার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকব।
- **গোপনীয়তা:** শিশু সুরক্ষা বিষয়ক যে কোন উদ্বেগ/ রিপোর্ট/ তদন্ত কাজ তথ্য অনুসন্ধানের প্রয়োজনেই শুধু ব্যবহৃত হবে এবং সকল দলিলপত্রের নিরাপত্তা সুরক্ষিত হবে। অনুরূপভাবে যোগাযোগের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।
- **সময়োচিত সাড়া:** নির্যাতন বেড়ে যাওয়া বা তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখে সময়মত সাড়া দেওয়া অত্যাবশ্যক। আর তাই এ সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী রিপোর্টিং ও সাড়া দেয়ার জন্য আবশ্যিকভাবে সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়।
- **কমপ্লায়েন্স:** রেডি, সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্ট্যারন্যাশনালের শিশু সুরক্ষা প্রটোকল ২০১০, জাতিসংঘ শিশু অধিকার বিষয়ক সনদ ১৯৮৯, যৌন শোষণ এবং যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ মহাসচিবের বুলেটিন ২০০৩, যুক্তরাজ্যের চ্যারেটি কমিশনারস এবং স্থানীয় আইনী কাঠামোকে যথাযথ বিবেচনায় রেখে এই নীতিমালাটি প্রয়োগ করা হবে।
- **অভিন্নতা:** এই নীতিমালা অফিসে কাজ করার সময়ে, এমনকি তার আগে ও পরে সকল সময়েই প্রযোজ্য হবে।
- **উচ্চাকাঙ্ক্ষা:** শিশু সুরক্ষা বিষয়ে রেডি নিজেকে অগ্রদূত হিসেবে তুলে ধরার সক্ষমতা অর্জন করতে চায়।
- **অংশীদারিত্ব:** সংস্থার ভিতরে শিশু সুরক্ষা বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে এবং বৃহত্তর সমাজে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা অপরাপর সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করব।

পরিচ্ছেদ ৩

৩.১ সংজ্ঞাসমূহ

শব্দ/বিষয়	সংজ্ঞা
শিশু	শিশু বলতে এমন মানুষকে বোঝাবে যার বয়স ১৮ বছরের কম
শিশু সুরক্ষা	রেডি যে শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ সংস্থা তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একগুচ্ছ নীতিমালা, কার্যপ্রণালী এবং আচার-অচারণ মেনে চলি ও চর্চা করি। রেডির শিশু সুরক্ষা বলতে এই নীতিমালা, কার্যপ্রণালী এবং আচার-অচারণের চর্চাকেই বোঝায়। আমরা জানি আমাদের কর্মী ও প্রতিনিধিদের একটি ক্ষুদ্র অংশের স্বেচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ডের দ্বারা শিশুর ক্ষতি হতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে আমরা শূণ্য সহনীয়তা বা জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলি এবং এমনতর বিষয়সমূহ প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কঠোর নীতিমালা অনুসরণ করে থাকি। আমাদের লক্ষ্য হল সংস্থার সাথে সম্পর্কিত যে কেউ শিশু নির্যাতন এবং শিশুদের যৌন নির্যাতনের মত বিষয়গুলোতে সচেতন থাকবেন এবং এ ব্যাপারে যথাযথভাবে সাড়া দেবেন। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে, এ সংস্থার প্রতিটি প্রতিনিধি কর্মক্ষেত্রে এবং তার বাইরে - উভয় ক্ষেত্রেই শিশুদের সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করবেন যে বিশ্বাস এবং পদমর্যাদায় তিনি আসীন হয়েছেন তার অপব্যবহার করবেন না। এতদসত্ত্বেও আমরা জানি যে, অসাবধান কর্মকাণ্ড, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব এবং আমাদের অপরাপর অসামর্থ্যের জন্য অনিচ্ছাকৃতভাবে শিশুর ক্ষতির কারণ ঘটে যেতে পারে বা ঘটে যায়। অধিকন্তু, এমন অনেক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে যেগুলো প্রতিরোধযোগ্য। আমরা যেখানে কাজ করি তার প্রতিটি অঞ্চলেই উন্নয়ন কাজ, মানবিক সাহায্য কর্মকাণ্ড, অর্থসংগ্রহ, প্রচারণার কাজ এবং এ্যাডভোকেসী কর্মকাণ্ড পরিচালনার সময় এর অনেক উদাহরণ আমরা দেখেছি। কর্মসূচির পরিকল্পনা এবং শিশুদের সাথে অপরাপর হাজারো উপায়ে কাজ করার ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষার কর্মকৌশল প্রয়োগ উপরোক্ত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং ঝুঁকি দূর করার ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। অন্য কথায়, যে শিশুদের সঙ্গে আমরা কাজ করি তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকা সবকিছু নিশ্চিত করার প্রয়াসই হল শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা। শিশু অধিকারগুলো যাতে করে তাদের কম্যুনিটির ভিতরে উত্তম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা নিশ্চিত করতে এটি সাহায্য করবে। কোনো কোনো সংস্থা এ ধরনের কাজকে বোঝানোর জন্য ''শিশু নিরাপত্তা" (Child Protection) শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে। তবে আমরা ''শিশু সুরক্ষা (Child Safeguarding)-এর সাথে ''শিশু নিরাপত্তা (Child Protection)"-এর ব্যাপক পরিসরের কার্যক্রমকে আলাদা করে দেখাকে সুবিধাজনক মনে করি। জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ ''শিশু সুরক্ষা"-র সাথে সম্পর্কিত কার্যক্রমকে ''শিশু নির্যাতন ও যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ" বিষয়ক কাজ বলে উল্লেখ করে থাকে। জাতিসংঘ মহাসচিবের ২০০৩ সালের বুলেটিনে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে।
শিশু নির্যাতন	ব্যক্তি, সংস্থা বা কোনো প্রক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত অথবা তাদের ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট এমনতর কাজ যা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে শিশুর ক্ষতি করে অথবা তার নিরাপদে এবং সুস্থভাবে পরিণত মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলোকে শিশু নির্যাতন বলা হয়ে থাকে। জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্যাতনের প্রধান প্রধান ধরনগুলো হল- শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, অবহেলা ও চিকিৎসায় গাফিলতি, যৌন নিপীড়ন এবং যৌন শোষণ। শারীরিক নির্যাতন বলতে জোরপূর্বক শারীরিক ক্ষত সৃষ্টি বা যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে সাংঘাতিকভাবে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ (যেমন- আঘাত করা, ঝাঁকি দেওয়া, অগ্নিদগ্ধ করা, নারী অঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি, অত্যাচার ইত্যাদি)-কে বোঝায়।

	মানসিক নির্যাতন বলতে যে কোনো ধরনের অপমান বা হেয় করাকে বোঝায়, যেমন- খারাপ নামে ডাকা, নিরন্তর সমালোচনা করা, খাট করা, যখন তখন লজ্জা দেওয়া, নির্জন জায়গায় আটকিয়ে রাখা বা বিচ্ছিন্ন করে রাখা। যৌন নির্যাতন বলতে যে কোনো ধরনের যৌন সহিংসতা যেমন- অজাচার, বাল্যবিবাহ বা জোরপূর্বক বিয়ে, ধর্ষণ, পর্ণগ্রাফিতে জড়িত করা এবং যৌন দাসত্বকে বোঝায়। শিশু যৌন নির্যাতনের মধ্যে শিশুর শরীর অশালীনভাবে স্পর্শ করা বা উম্মুক্ত করা, শিশুকে উদ্দেশ্য করে যৌন কথাবার্তা বলা, শিশুদের অশ্লীল ছবি দেখানো ইত্যাদিও অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।
যৌন শোষণ	মানুষের নাজুক অবস্থা, ক্ষমতাকাঠামোতে দূর্বল অবস্থান অথবা বিশ্বাসের অপব্যবহার করে যৌন উদ্দেশ্যে সংঘটিত যে কোনো ধরনের কাজ বা কাজের প্রচেষ্টাই হল যৌন শোষণ। যৌন উদ্দেশ্য বলতে অপরকে যৌন শোষণের মাধ্যমে আর্থিক, সামাজিক, অথবা রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়াকেও বোঝাবে, যদিও এ তালিকা আরো দীর্ঘ।
শিশুকে যৌন শোষণ	শিশু, যে যৌন কাজে সম্মতি দেয়ার আইনগত বয়স অতিক্রম করেনি, তাকে যৌন শোষণ করা করা মানে যৌন নির্যাতন করা এবং তা হবে একটি ফৌজদারী অপরাধ। নাবালক শিশু যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে আইনগতভাবে মতামত দিতে পারে না এবং এ ধরনের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়। বাঁচতে শেখা মনে করে: ক. কোনো শিশুর সাথে তার সম্মতি অথবা অসম্মতিতে যৌন সম্পর্ক তৈরি করা মানে হল শিশু নির্যাতন করা যা একটি ফৌজদারী অপরাধ, যেমন- ধর্ষণ, অশালীন আক্রমণ; খ. যেখানে শিশু বাস করে অথবা যেখানে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সে দেশে যৌন কার্যকলাপে সম্মতি দানের আইনসম্মত ন্যুনতম বয়সের চেয়ে কম বয়সী কোনো শিশুর সাথে যৌন সম্পর্ক তৈরি করা হলে তা হবে শিশু নির্যাতন এবং ফৌজদারী অপরাধের সামিল। এক্ষেত্রে শিশুর সম্মতি থাকলেও কোনো ব্যতিক্রম হবে না; গ. যেখানে শিশু বাস করে অথবা যেখানে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে সে দেশের আইন অনুযায়ী যৌন কাজে সম্মতি দানের বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের, কিন্তু ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সের কোনো শিশুর সাথে তার সম্মতিতে যৌন কাজ করা হলে তা ফৌজদারী অপরাধ না হলেও শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং কর্মী আচরণবিধি ভঙ্গের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।
এই নীতিমালার আওতা	এই নীতিমালা যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য: ● রেডির ষ্টাফ- পূর্ণকালীন, খন্ডকালীন, মাস্টাররোল অথবা কনসালট্যান্ট ও গবেষকদের মত স্বল্প-মেয়াদী চুক্তিভিত্তিক ষ্টাফ ইত্যাদি। **(ষ্টাফ)** ● রেডির সদস্য এবং অন্যান্য প্রতিনিধি ● পার্টনার বা সহযোগী সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী, ট্রাস্টি ও বোর্ড মেম্বার, ষ্টাফ এবং কনসর্টিয়াম মেম্বারসহ অপরাপর প্রতিনিধিবৃন্দ এবং অন্য যে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা সংস্থা যারা রেডির সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক বা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্কে আবদ্ধ (যদি না এমনতর কোনো আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য থাকে যে, সহযোগী সংস্থাটি তার নিজস্ব শিশু সুরক্ষা নীতিমালা কার্যকর করতে পারবে।) **''সহযোগী সংস্থা অথবা সহযোগী সংস্থার ষ্টাফ হিসেবে উল্লেখিত"** ● দাতাগোষ্ঠী, সাংবাদিক, সেলিব্রেটি, রাজনীতিবিদ এবং অন্যান্য ব্যক্তি যারা শিশুদের সংস্পর্শে আসার জন্য রেডির প্রোগ্রাম বা অফিস পরিদর্শনে আসেন তাদেরকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে যে আমাদের কর্মসূচি অথবা অফিস পরিদর্শনের সময় এই নীতিমালা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। ● উপরোল্লিত সকলকে অবশ্যই তাদের **ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে** এই বিধি মেনে চলতে হবে।

	এই নীতিমালা লংঘন করলে সম্ভাব্য চাকুরিচ্যুতিসহ যে কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। সহযোগী সংস্থা / কন্ট্রাকটার এই নীতিমালা লংঘন করলে পার্টনারশীপ বা কাজের চুক্তি বাতিলসহ তাদের সাথে সম্পর্কের অবসান পর্যন্ত ঘটতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ আইনানুগ এবং দেশের আইন অনুযায়ী অপরাপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.২ সহায়ক/প্রাসঙ্গিক নথিপত্র

সহায়ক নথিপত্রের লিংক	
১	রেডির প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় জীবনে যা করা যাবে না তার একটি নমুনা তালিকা
২	কর্মী আচরণবিধি
৩	**মূল রেফারেন্স নথিপত্র** ● শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ● কর্মী আচরণবিধি **ম্যানেজমেন্টের ভূমিকা** ● চাইল্ড সেফগার্ডিং ফোকাল পয়েন্টের TOR ● নির্যাতন ও শোষণের ঘটনাসমূহ মোকাবেলায় বৈশ্বিক গাইডলাইন ● জব ডেসক্রিপশনে শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত ভূমিকা ● ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট টিমের TOR ● শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত বাজেটের ছক **সচেতনতা গড়ে তোলা, ইনডাকশন এবং প্রশিক্ষণ** ● প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ● চাইল্ড সেফগার্ডিং ফোকাল পয়েন্টেদের প্রশিক্ষণ ● প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ উপকরণ ● জরুরি অবস্থায় এবং মানবিক সংকটে শিশু সুরক্ষা নীতিমালা: শিশুদের নিরাপদ রাখা ● সহযোগী সংস্থা বা পার্টনারদের প্রশিক্ষণ: শিশুদের নিরাপদ রাখা ● শারীরিক শাস্তি বিষয়ক সাংস্কৃতিক চ্যালেঞ্জ, শিক্ষালয়ে শারীরিক শাস্তি, বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, নারী অঙ্গে আঘাত ইত্যাদি সামাজিক বাধা দূরীকরণে পথনির্দেশনা **সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ** ● পরিণত বয়সের মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ ● ১৩ - ১৮ বছর বয়সের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ ● ৮ - ১৩ বছর বয়সের শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ ● ৫ - ৮ বছর বয়সের শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উপকরণ **ঝুঁকি নিরুপণ ও প্রশমন** ● ঝুঁকি নিরুপণের লগ **দর্শনার্থী** ● যাত্রা-পূর্ব তথ্য বা পিডিআই নমুনা বক্তব্য **পার্টনার, কন্ট্রাক্টর এবং সাব গ্রান্টিসমূহ** ● চুক্তিপত্রে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নীতিমালার একটি সহজতর নমুনা ● শিশুদের নিরাপদ রাখা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উপকরণ: ● পার্টনারসীপ মূল্যায়ন ছক

সংযুক্তি ১

অগ্রহণযোগ্য ব্যবহারের নমুনা তালিকা

ষ্টাফ, সহযোগী সংস্থার কর্মী এবং অপরাপর প্রতিনিধিরা যা কখনোই করবেন না:

১. শিশুদের আঘাত, প্রহার বা অন্য কোনোভাবে শারীরিক নির্যাতন।

২. ১৮ বছরের নিচে কারো সাথে যৌন কাজে লিপ্ত হওয়া অথবা যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলা। বয়ঃপ্রাপ্তির কাল/তার সম্মতি অথবা স্থানীয় প্রথা তা অনুমোদন করলেও এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারনার অযুহাত আদৌ গ্রাহ্য হবে না।

৩. শিশুর সাথে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যা কোনোভাবে শোষণমূলক বা নিপীড়নমূলক মনে হতে পারে।

৪. এমন কোনো কাজ করা যা কোনোভাবে শিশু নির্যাতনের কারণ হতে পারে অথবা যা কোনো শিশুকে নিপীড়নের ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে।

৫. এমন কোনো ভাষা ব্যবহার, পরামর্শ বা উপদেশ দেয়া যা যথাযথ নয় অথবা অশালীন অথবা নির্যাতনমূলক।

৬. এমন শারীরিক ভঙ্গী করা, যা কুরুচিপূর্ণ বা যৌন উদ্দীপক।

৭. যে শিশুর/শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তার/তাদের সাথে তাদের ঘরে কোনোরকম নজরদারীবিহীন অবস্থায় রাত্রি যাপন করা, যদি না ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়ে থাকে।

৮. যে শিশু/শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তাদের সাথে একই বিছানায় ঘুমানো।

৯. যে শিশুর/শিশুদের সাথে কাজ করা হচ্ছে তার/তাদের সাথে একই ঘরে ঘুমানো, যদি না ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্রেক হয়ে থাকে এবং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজারের পূর্বানুমতি নেয়া হয়ে থাকে।

১০. একান্ত ব্যক্তিগত কাজ যা শিশু নিজেই করতে পারে সে কাজ করে দেওয়া।

১১. শিশুদের এমন কোনো কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা বা তা দেখেও না দেখার ভান করা যে কাজটি বেআইনী, বিপদজনক এবং নিপীড়নমূলক।

১২. এমন কাজ করা যাতে শিশু লজ্জিত, অপমানিত, হেয় বা খাট হতে পারে অথবা অন্য কোনোভাবে তাকে মানসিক নির্যাতন করা।

১৩. বৈষম্য করা, কোনো শিশুকে বেশি যত্ন কোনো শিশুকে কম যত্ন করা, অপর শিশুদেরকে বাদ দিয়ে বিশেষ কোনো শিশুর প্রতি আনুকূল্য দেখানো।

১৪. অন্যান্য শিশু থেকে দূরে নিয়ে কোনো একটি শিশুর সঙ্গে এমনভাবে একাকী অত্যাধিক সময় কাটানো যা অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

১৫. শিশুকে কোনো পর্ণোগ্রাফি এবং চরম সহিংসতার ছবিসহ কোনো অনৈতিক বা অনুপযুক্ত ছবি, ফিল্ম বা ওয়েবসাইট দেখানো।

১৬. শিশুকে এমন নাজুক পরিস্থিতিতে রাখা যে অবস্থায় খুব সহজেই তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ উঠতে পারে।

(উল্লেখিত তালিকাটি সম্পূর্ণ কিংবা চূড়ান্ত নয়। ষ্টাফ, সহযোগী সংস্থার কর্মী এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা সবসময় সেসব কাজ বা আচরণ থেকে বিরত থাকবেন, যা কোনো আচরণকে ভুলভাবে উপস্থাপনের সুযোগ করে দিতে পারে, কোনো অনাচারকে টিকিয়ে রাখে অথবা সম্ভাব্য নিপীড়নমূলক আচরণ বলে বিবেচিত হয়।)